ইউনিট

৪

পরিবেশ

ভূমিকা

মানুষ তার চারপাশে যা কিছু দেখে এবং যার প্রভাবে প্রভাবিত হয় তাই তার পরিবেশ। মানব জীবনের উপর পরিবেশ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দৈহিক গঠন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবন-যাপন-পদ্ধতি সবকিছুই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলা হয়, মানুষ তার পরিবেশের সৃষ্টি। আজকাল গাছপালা নিধন, বন উজাড়, মোটর যানের কালো ধোঁয়া, যত্রতত্র শিল্প কারখানা স্থাপন, পলিথিনের অবাধ ব্যবহার প্রভৃতি কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা না করলে মানব সভ্যতা হুমকির সম্মুখীন হবে। তবে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে চিন্তাভাবনা চলছে। এতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এই ইউনিটের পাঁচটি পাঠে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ- ১ : সংজ্ঞা, অর্থ ও বিভিন্নরূপ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ, যেমন– প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক পরিবেশের বর্ণনা দিতে পারবেন।

৪.১.১ পরিবেশ-এর সংজ্ঞা ও অর্থ

পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝায়। আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি এবং যার প্রভাবে প্রভাবিত হই তাকে পরিবেশ বলে। আমাদের ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, ক্ষেতখামার, গাছ-পালা, জলবায়ু, খেলার মাঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সকল কিছুর সমন্বয়ে যে ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে পরিবেশ বলে। জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মার্সটিন বেট্‌স এর মতে, "পরিবেশ হল সেই সকল বাহ্যিক অবস্থার সমষ্টি যা জীবনের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।" জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, সাফল্য, নৈরাশ্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা ইত্যাদি সবকিছুই পরিবেশের দান।

৪.১.২ পরিবেশের বিভিন্নরূপ

পরিবেশকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– **(ক) প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ, (খ) সামাজিক পরিবেশ এবং (গ) রাজনৈতিক পরিবেশ**। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হ'ল :

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ– প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভৌগোলিক পরিবেশও বলা হয়। মানুষ তার চারদিকে প্রকৃতির সৃষ্টির বৈচিত্র্যের যে সমারোহ লক্ষ্য করে তা-ই প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমাদের চার পাশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সবকিছুর মিলিত বাহ্যিক রূপকে বুঝায়।

(খ) সামাজিক পরিবেশ– সামাজিক পরিবেশ বলতে সংঘবদ্ধ মানুষের বহুমুখী জীবনের সমষ্টিগত রূপ ও অবস্থাকে বুঝায়। জীবন বিকাশের তাগিদে, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক ও সংগঠন রচনা করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। ক্লাব, সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, নাট্যসভা, সাহিত্য ও বিতর্কসভা, লেখক সমিতি ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশের উপাদান। সভ্য জীবন যাপনের জন্য সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে।

(গ) রাজনৈতিক পরিবেশ– রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ধরন, ক্ষমতার ব্যবহার, বিরোধিতার প্রকৃতি, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের সম্পর্কের প্রকৃতি, নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচকমণ্ডলীর আচরণ, বিদ্যমান স্থানীয় ও জাতীয় সরকার ও সংগঠনের সাথে নাগরিকদের সম্পর্কের ধরন, ক্ষমতা চর্চার রীতি ইত্যাদির সমন্বিত রূপকে রাজনৈতিক পরিবেশ বলে।

অপরদিকে নির্বাচনে কারচুপি, সন্ত্রাস, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দলীয়করণ, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, বিরোধী দলের উপর নিপীড়ন, বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা, মিথ্যা রাজনৈতিক সংবাদ প্রচার ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য।

সার-সংক্ষেপ

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। মার্স্টিন বেট্সের মতে, “পরিবেশ হল সেই সকল বাহ্যিক অবস্থার সমষ্টি যা জীবনের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।” পরিবেশ মূলত তিন প্রকার। যথা– (ক) প্রাকৃতিক, (খ) সামাজিক ও (গ) রাজনৈতিক পরিবেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবেশ বলতে কি বুঝায় ?
ক. নদীনালা   খ. খালবিল
গ. মাঠ ঘাট   ঘ. চারপাশের অবস্থা

২। পরিবেশকে সাধারণত কত ভাগে ভাগ করা হয় ?
ক. দুই   খ. তিন
গ. চার   ঘ. পাঁচ

৩। কোনটি সামাজিক পরিবেশের উপাদান ?
ক. নদ-নদী   খ. বৃষ্টিপাত
গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান   ঘ. ক্ষমতার ব্যবহার

পাঠ- ২ : সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নরূপ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- কৃত্রিম, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।

৪.২.১ সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নরূপ

সামাজিক পরিবেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

(ক) কৃত্রিম পরিবেশ– ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন করে যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে কৃত্রিম পরিবেশ বলে। যেমন– নদীর উপর সেতু, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, খাল কেটে পানি সেচের ব্যবস্থা, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গল কেটে আবাদী জমি তৈরি, বৃক্ষ রোপণের মাধমে বনায়ন, চিড়িয়াখানা, কৃত্রিমহ্রদ ইত্যাদি কৃত্রিম পরিবেশের উপাদান।

(খ) সাংস্কৃতিক পরিবেশ– আচার-অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সাহিত্য চর্চা, নাট্যগোষ্ঠী, ক্লাব, এক কথায় মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ও লালনের জন্য মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলে।

(গ) মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ– মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রবণতাকে কাম্য পথে পরিচালনার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলে। মানসিক রোগীর জন্য বিশেষ ধরনের হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম (old home), শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের উদাহরণ।

(ঘ) প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ– যান্ত্রিক সভ্যতার আধুনিক রূপকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মেশিন, কলকারখানা, বড় বড় শহর, ভারী শিল্প কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট (satellite) ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এগুলোই প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে এই পরিবেশ ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে। গড়ে উঠছে শিল্পনগরী। শহরায়নের মাত্রা বাড়ছে, শহরে আবাসনের সংকট দেখা দিচ্ছে, গ্রাম থেকে শহরে মানুষ আয়-অর্জনের জন্য ভিড় জমাচ্ছে। যানবাহন, আবাসন সমস্যা বাড়ছে।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক পরিবেশ আবার বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন– কৃত্রিম, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক পরিবেশকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?

ক. পাঁচ খ. তিন
গ. চার ঘ. দুই

২। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে কি সৃষ্টি হয়েছে ?

ক. আবাসিক সংকট খ. খেলাধুলার সংকট
গ. সাংস্কৃতিক সংকট ঘ. আয়-ব্যয়ের সংকট

পাঠ- ৩ : প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর হুমকি এবং বিরূপ অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে নাগরিক, সরকার, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সমাজের দায়-দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৩.১ প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন

প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির দান হলেও মানুষ তার কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিবেশের অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। গাছ-পালা উজাড় করছে, নির্বিচারে পশু-পাখি হত্যা করছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন করছে এবং কীটনাশক ও রাসায়নিক সার মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহার করছে। এছাড়া যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া, পলিথিনের ব্যবহার ইত্যাদি পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। যুদ্ধ, মারনস্ত্রে আণবিক বোমার পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। এ বিপর্যস্ত পরিবেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানব জীবনের উপর হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে।

৪.৩.২ বিরূপ অবস্থা ও হুমকির স্বরূপ

(ক) দেশীয় পর্যায়ে– দেশীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ও বিরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যেগে সিডোর আইগ্রা গভীর নলকূপের সাহায্যে পানিসেচের ফলে পানির স্তর নেমে যাচ্ছে, গাছ-পালা ধ্বংস হচ্ছে, নদীতে বাঁধ ও সেতু তৈরির কারণে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় কীটপতঙ্গ মারা যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের জন্য বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামীণ দুর্বল অর্থনৈতিক কারণে শহরে লোকের ভিড় বাড়ছে, আবাসন সংকট দেখা দিচ্ছে ও যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে বায়ুদূষণ ও পানিদূষণজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের জন্য দেশে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মরুকরণ প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আবার আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে পানি সংকট, নদীপথে যোগাযোগ ও জমিতে জলসেচের জন্য সমস্যা হচ্ছে।

(খ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে– আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশেও বিরূপ অবস্থা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পৃথিবীর পাহাড় ও বনভূমি নির্বিচারে উজাড় করা, যুদ্ধে আণবিক বোমার ব্যবহার, সাগর-মহাসাগর ও ভূগর্ভে বা মরুভূমিতে পারমানবিক পরীক্ষার ফলে বিকিরিত তেজস্ক্রিয়া, কলকারখানা ও বড় বড় শহরের বর্জ্য নদী ও সাগরে নিক্ষেপ ইত্যাদি কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। জলজ প্রাণী ও পৃথিবীর মানুষের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। কল-কারখানা ও মোটর যানের ধোঁয়ার সাথে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। ফলে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে এবং শীতকালে শীতের ও গরমকালে গরমের প্রকোপ বাড়ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক সমাজে কতিপয় গ্যাসের ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে অবস্থিত পৃথিবীর ওজোন স্তর ধ্বংস হচ্ছে। যার ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ওজোন স্তরে বাধা না পেয়ে অধিক হারে পৃথিবীতে আসছে। এই রশ্মির বিকিরণ পৃথিবীর মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। একে বলা হচ্ছে গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া। পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে তাই আজ পৃথিবীর মানুষ শঙ্কিত। কিভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো যায় তা নিয়ে উরুগুয়েতে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সকলের সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের স্বার্থে পৃথিবীর সকল মানুষকে পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করে রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৪.৩.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় নাগরিক সমাজের (civil-society) দায়িত্ব

প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য নাগরিকমণ্ডলীকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে এবং যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা, আবর্জনা না ফেলা, বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গাছপালা না কাটা, অধিকহারে গাছ লাগানো এবং পুকুর ও ডোবা পরিষ্কার রাখা নাগরিকমণ্ডলীর দায়িত্ব। মলমূত্র ত্যাগের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও প্রশ্রাবখানা তৈরি করা, ময়লা ও আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন ব্যবহার করা এবং একাজে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করা সকলের নাগরিক দায়িত্ব। এভাবে যাতে আমরা সবাই সুন্দর, সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশে জীবন যাপন করতে পারি সেদিকে সকল নাগরিককে লক্ষ রাখতে হবে।

৪.৩.৪ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব

প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে সরকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও মাঠঘাট সংস্কার করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বনাঞ্চল রক্ষা, নতুন নতুন বনভূমি গড়ে তোলা, রাজপথ, রেলপথ ও নদীপথকে পরিচ্ছন্ন ও সুগম করার মাধ্যমে সরকার প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার পরিকল্পনা মাফিক ঘরবাড়ি, আবাসিক এলাকা, কলকারখানা, হাট বাজার ও রাস্তাঘাট তৈরি করে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে পারে। তাছাড়া পরিকল্পিতভাবে উদ্যান, পার্ক, স্নানাগার, পান্থশালা, হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি তৈরি করে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। রাসায়নিক কারখানা ও শিল্পকারখানা হতে নির্গত ময়লা ও বর্জ্য পদার্থ, যানবাহনের কালো ধোঁয়া এবং যত্রতত্র ময়লা, আবর্জনা ও মলমূত্র ত্যাগের ফলে যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত না হয় সে ব্যাপারেও রাষ্ট্র ও সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩.৫ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সমাজের দায়-দায়িত্ব

পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য। এ হিসেবে প্রত্যেক নাগরিকই আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য। সুতরাং সকল মানুষের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ ও সংস্থাগুলিকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং বিপর্যয় রোধের জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কোন রাষ্ট্র যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে জীবনের উপর হুমকি সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত গঙ্গা নদীর উজানে বাঁধ দেওয়ায় নদ-নদীর পানি কমে গিয়ে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে, চাষ-বাসের জন্য প্রয়োজনীয় পানির অভাব হচ্ছে, লবণাক্ততা বাড়ছে এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমাজের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, সমুদ্র বক্ষে লাখ লাখ টন বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ, বিষাক্ত গ্যাস দুর্ঘটনা, যুদ্ধ ও বোমা বর্ষণের ফলে বিশ্ব আজ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বনভূমি, স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সমাজের তদারকিতে সকল প্রকার আণবিক মারণাস্ত্র ধ্বংস করতে হবে এবং এসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি স্থাপন করতে হবে। তবেই পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

সার-সংক্ষেপ

প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির দান হলেও মানুষ ও রাষ্ট্র তার প্রতিকূল পরিবর্তন আনয়ন করে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। গাছ-পালা কেটে ফেলা হচ্ছে, বন-বাদাড় উজাড় করা হচ্ছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হচ্ছে। নদী ও সমুদ্রে লাখ লাখ টন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে, আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। যুদ্ধে আণবিক বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারসাম্যহীন পরিবেশের কুফল সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দ দূষণ, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, প্রভৃতির আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। তাই এই ক্ষতিকর দিক থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সকলকে সজাগ ও সচেতন ভূমিকা পালন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায় ?
ক. নির্বিচারে গাছপালা কাটা খ. নদীভাঙ্গন
গ. মৎস্য চাষ ঘ. পশুপাখির সংখ্যা বৃদ্ধি

২। পরিবেশ দূষণের ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে ?
ক. অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি খ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি
গ. নিম্নমানের ফসল ঘ. বাজারের সংকোচন

৩। ধরিত্রী সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ?
ক. নরওয়ে খ. প্যারাগুয়ে
গ. উরুগুয়ে ঘ. নেদারল্যান্ড

৪। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে কি ঘটছে ?
ক. বেগুনি রশ্মির বিকিরণ খ. ওজোন স্তর বিনষ্ট হওয়া
গ. পৃথিবীর বুকে বন-জঙ্গল বৃদ্ধি ঘ. শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি

৫। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কার ?
ক. ছাত্রদের খ. ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের
গ. শিক্ষকদের ঘ. জনতার

পাঠ– ৪ : রাজনৈতিক পরিবেশ : অস্থিতিশীলতার উৎস, স্থিতিশীলতা ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- অস্থিতিশীল রাজনীতির ক্ষতিকারক ও নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- স্থিতিশীল রাজনীতি ছাড়া যে উন্নয়ন সম্ভব নয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

৪.৪.১ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ

রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ধরন, ক্ষমতা চর্চার প্রকৃতি, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের মধ্যে সম্পর্ক, নির্বাচক মণ্ডলীর আচরণের ধরন, স্থানীয় সংস্থা ও জাতীয় সংগঠনের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি ইত্যাদির সামগ্রিক রূপই রাজনৈতিক পরিবেশ। এই পরিবেশ সর্বত্র স্থিতিশীল নয়। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গণেও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। নির্বাচনে কারচুপি, রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলো কর্তৃক শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের অসহিষ্ণু মনোভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান। এই অস্থিতিশীলতার উৎস ও কারণগুলো নিম্নরূপ:

(১) জাতীয় আদর্শের প্রতি ঐকমত্যের অভাব– জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবের ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচী আজও স্থির করা সম্ভব হয়নি। এক সরকার উন্নয়নমূলক কোন কাজ করলে পরবর্তী সরকার তা সমর্থন করে না। ফলে ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। যার ফলে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

(২) যোগ্য নেতৃত্বের অভাব– দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে জনগণকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। নেতৃত্বের প্রতি আস্থার অভাবই এ অবস্থার জন্য দায়ী।

(৩) দুর্নীতি– ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কারণে বিশৃঙ্খল জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। নিষ্ঠা ও গঠনমূলক নেতৃত্বের অভাবের কারণে জনগণ বারবার নতুন নেতৃত্বের সন্ধান করছে। যার ফলে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে।

(৪) রাজনৈতিক প্রশ্রয় দান– রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অস্ত্রবাজ ও মাস্তানদেরকে দলের মধ্যে আশ্রয় দান করে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলেই রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(৫) পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা– পুলিশ বাহিনীর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রেই অনীহা দেখায় অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক দলের মাস্তানদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে গেলেই নেতৃবৃন্দ তাদের রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। ফলে পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। এটিও অস্থিতিশীল অবস্থার অন্যতম কারণ।

(৬) বৈধতার অভাব– ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের সমর্থন। দেশের উন্নয়ন ও জনগণের মঙ্গল সাধনের মাধ্যমে সরকারকে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হয়। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে কেবলমাত্র অতিমাত্রায় প্রতিশ্রুতি ও ধাপ্পাবাজী করে জনসমর্থন লাভ করা যায় না। জনসমর্থনহীন সরকার ও বিরোধীদল নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে অন্যায় ও অযৌক্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফলে তারা বৈধতা হারিয়ে ফেলে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর সেই সাথে রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠে।

(৭) রাজনৈতিক দীক্ষার অভাব– রাজনৈতিক দীক্ষার অভাবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এছাড়া গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত থাকার কারণে গণতান্ত্রিক উপাদানগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে কোন রাজনৈতিক কৃষ্টি গড়ে উঠেনি। এর ফলে স্বাভাবিক রাজনৈতিক চেতনার অভাবে রাজনীতির সূত্রগুলোর সুস্থ চর্চা হচ্ছে না। সুতরাং হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

৪..৪.২ নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক দিক

এই বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল রাজনীতির নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে সম্মানিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজনীতিতে আকৃষ্ট হচ্ছেন না। ফলে যোগ্য লোকের অবদান থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিপরীতে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব বিরাজমান। রাজনৈতিক সন্ত্রাসী জনসাধারণ ভয় করে। তাদের প্রভাবে ব্যবসায়ী মহল, ঠিকাদার ও ধনী ব্যক্তিদের উপর জুলুম ও চাঁদা আদায়ের ঘটনা ঘটে চলেছে। ক্ষতিকারক রাজনীতির প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল ও পেশী শক্তির প্রদর্শনী চলছে।

এই অস্থিতিশীল রাজনীতির জন্য স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নোংরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। অস্থিতিশীল ও বিশৃংখল পরিস্থিতির কারণে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ধীর হচ্ছে।

৪.৪.৩ রাজনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

স্থিতিশীল রাজনীতি ছাড়া জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বস্তি ও শান্তি থাকে না। বরং সর্বস্তরে হতাশা ও নৈরাশ্য বিরাজ করে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও বিশৃংখলার কারণে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে, পরীক্ষা বিলম্বিত হয় ও সেসন জট বৃদ্ধি পায়। অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য লোকেরা রাজনৈতিক অঙ্গনে আসছেন না। অযোগ্য লোকেরা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকার কারণে আমলাতন্ত্র জোরদার হচ্ছে। দুর্নীতিবাজদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে রাজনৈতিক দল। ফলে দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করছে। অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসায়ী মহল বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছেন। অস্থিতিশীলতা হরতাল, ধর্মঘট, বয়কট, ঘেরাও প্রভৃতির জন্ম দিচ্ছে। ফলে বিদেশী পুঁজিও আকৃষ্ট হচ্ছে না। এ জন্য উন্নয়নের গতি স্থবির হয়ে পড়ছে।

জনজীবনে ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই। স্থিতিশীল পরিস্থিতি অধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে প্রসারিত করে যা কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায়। স্থিতিশীল পরিস্থিতির ফলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি তরান্বিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ এই স্থিতিশীলতার কারণে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সুতরাং আমাদের দেশেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কোন বিকল্প নেই। যেকোনো মূল্যে আমাদেরকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হবে। তা নাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সার-সংক্ষেপ

নির্বাচনে কারচুপি, ছাত্র সংগঠন কর্তৃক শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসহিষ্ণু মনোভাব রাজনৈতিক পরিবেশ বিনষ্ট করছে।

জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে ঐকমত্যের অভাব, দুর্নীতি, রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ।

স্থিতিশীল পরিস্থিতি কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটায় এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ কি ?

ক. সময়মত নির্বাচন দেওয়া খ. জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে ঐকমত্যের অভাব
গ. স্থানীয় সরকারের দুর্বলতা ঘ. রাজনৈতিক উদাসীনতা

২। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কি সৃষ্টি করে ?

ক. অযোগ্য লোকদের রাজনীতি করার সুযোগ খ. আমালাদের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ
গ. যোগ্য ব্যক্তিদের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ঘ. নেতৃত্বের মেরুকরণ

৩। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কি সৃষ্টি করে ?

ক. রাজনৈতিক কৃষ্টি খ. নিরাপত্তা
গ. পেশীশক্তির প্রদর্শনী ঘ. সুযোগ্য নেতৃত্ব

পাঠ– ৫ : জন জীবন ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের প্রভাব

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৫.১ জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে পরিবেশের প্রভাব

মানুষের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। মানুষ তার পরিবেশের সৃষ্টি। অধ্যাপক আর. এম. ম্যাকাইভার বলেছেন, “জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।” বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ রয়েছে। আর ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার বিভিন্নমুখী প্রভাবও রয়েছে।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষে মানুষে আচার-আচরণ, চাল-চলন, পেশা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, বুদ্ধিমত্তা, মানসিকতা, দৈহিক গঠন ও বর্ণের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ কোন অঞ্চলের লোককে অলস আবার কোন অঞ্চলের লোককে কঠোর পরিশ্রমী করেছে। যে দেশের লোক পরিশ্রমী তারা অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে কোন কোন অঞ্চলে শিল্পভিত্তিক, কোন কোন অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক আবার কোন কোন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে রাজনৈতিক আচরণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বও কম নয়। সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, যেমন– ক্লাব, সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা, নাট্যসভা, বিতর্কসভা, সাহিত্য মজলিশ, লেখকসংঘ প্রভৃতি ব্যক্তি জীবনে মার্জিত রুচি, কৃষ্টি ও সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা আনয়ন করে।

উন্নত রাজনৈতিক পরিবেশ আপোষমূলক মনোভাব ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশ রুচিশীল নাগরিক সৃষ্টি করে। রুচিশীল নাগরিক, রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রকৌশলগত ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাবই রয়েছে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান মেশিন, কলকারখানা, ভারি শিল্প, ইত্যাদি কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে তেমনি আবাসন সংকট, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সমস্যার জন্ম দিয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত পরিবেশের সঠিক ব্যবহার অবশ্যই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বৃহত্তর কল্যাণ আনয়ন করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে ব্যক্তিজীবনে ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

প্রাকৃতিক কারণে কোন অঞ্চল শিল্পভিত্তিক, কোন অঞ্চল কৃষিভিত্তিক আবার কোন অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক।

সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তি জীবনে মার্জিত রুচি, কৃষ্টি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে সুখ, শান্তি ও সহনশীলতা আনয়ন করে।

রাজনৈতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জনজীবনে পরিবেশের প্রভাব কেমন ?

ক. খুব বেশি খ. তেমন নয়
গ. প্রভাব নেই ঘ. প্রভাব বুঝা যায় না

২। উন্নত সামাজিক পরিবেশ কি সৃষ্টি করে ?

ক. বন-জঙ্গল খ. সহনশীলতা
গ. পার্ক ঘ. কলকারখানা

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। পরিবেশের সংজ্ঞা দিন। –৪.১.১
২। পরিবেশ বলতে কি বুঝায় ? –৪.১.১
৩। সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে ? –৪.১.২ (খ)
৪। উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক পরিবেশের রূপ কেমন ? –৪.১.২ (গ)
৫। কৃত্রিম পরিবেশ কি ? –৪.২.১ (ক)
৬। মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলতে কি বুঝেন ? –৪.২.১ (গ)
৭। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ কাকে বলে ? –৪.২.১ (ঘ)
৮। প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাখ্যা দিন। –৪.১.২ (ক)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবেশ কাকে বলে ? পরিবেশের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করুন। –৪.১.১ ও ৪.১.২
২। পরিবেশ কি ? সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন রূপ আলোচনা করুন। –৪.১.১ ও ৪.২.১
৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরূপ অবস্থার বিবরণ দিন। –৪.৩.২
৪। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় নাগরিকমন্ডলী, সরকার ও রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব আলোচনা করুন। –৪.৩.৩ ও ৪.৩.৪
৫। পরিবেশ বলতে কি বুঝেন ? প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সমাজের দায়-দায়িত্ব ব্যাখ্যা করুন। –৪.১.১ ও ৪.৩.৫
৬। রাজনৈতিক পরিবেশ কি ? রাজনৈতিক পরিবেশের অস্থিতিশীলতার কারণগুলো আলোচনা করুন। –৪.১.২ (গ) প্রথম অংশ ও ৪.৪.১
৭। রাজনৈতিক পরিবেশের অস্থিতিশীলতার কারণে সংঘটিত নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক দিকগুলোর বিবরণ দিন। এই পরিবেশ স্থিতিশীল থাকলে উন্নয়নের সম্ভাবনার স্বরূপ কি হয় আলোচনা করুন। –৪.৪.২ ও ৪.৪.৩
৯। পরিবেশ কি ? জনজীবনে ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন। –৪.১.১ ও ৪.৫.১

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। খ, ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। গ, ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ক, ২। ক, ৩। গ, ৪। খ, ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। খ, ২। ক, ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫ ঃ ১। ক, ২। খ